দৈনিক বাংলা

তাং 12 JAN 1988

পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

056

বোর্ডের বই বেরোবে কবে ঠিক নেই

(স্টাফ রিপোর্টার)

টেক্সট বুক বোর্ডের মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক শ্রেণীর বই আজ বেরোচ্ছে না। কবে বেরোবে তারও কোন ঠিক নেই।

অথচ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ইতিপূর্বে বোর্ড ঘোষণা দিয়েছিল যে আজ মঙ্গলবার ৬ষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর বিভিন্ন বই বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতিভুক্ত পরিবেশকদের মাধ্যমে বাজারে ছাড়া হবে।

পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি জানিয়েছে বই বাঁধাইকারী শ্রমিকদের ধর্মঘটের জন্য বই

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

বোর্ডের বই

(১ম পৃঃ পর)

বাজারজাত করা সম্ভব হচ্ছে না। তারা দাবী করেছেন তাদের ছাপার কাজ শেষ হয়ে গেছে।

প্রসঙ্গত বই বাঁধাইকারী শ্রমিকদের ধর্মঘটের জন্য গতবারও বই বেরোতে [illegible] দেরী হয়েছিল। ছাত্রছাত্রীদের হাতে সব বই পৌঁছাতে পৌঁছাতে পার হয়ে গিয়েছিল প্রায় তিনটি মাস।

গতকাল পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির একজন কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান যে বই বাঁধাই এর রেট ও বেতন বৃদ্ধির দাবীকে কেন্দ্র করে গত ৫ই জানুয়ারী থেকে বাঁধাই শ্রমিকদের ধর্মঘট চলছে। কাজেই বই কবে নাগাদ বাজারে ছাড়া যাবে তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়।

তিনি অবশ্য আশা প্রকাশ করেছেন যে সমস্যা কয়েক দিনের মধ্যেই মিটে যাবে এবং এ ব্যাপারে তারা চেষ্টা চালাচ্ছেন।

এই কর্মকর্তা আরো জানিয়েছেন যে সমস্যাটি মূলতঃ বাইন্ডিং কারখানার মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে হলেও নিজেদের ব্যবসার স্বার্থে তারা সমস্যাটি নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করছেন। গতকালও এ ব্যাপারে সমঝোতা বৈঠক হবার কথা ছিল। কিন্তু অনিবার্য কারণে তা হতে পারেনি।

মওলানা মতিন ও আবিদুর রহমান আবিদের নেতৃত্বাধীন দুটি শ্রমিক সংগঠন ধর্মঘট চালাচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

গতকাল রাতে বাংলাদেশ পুস্তক বাঁধাই শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি মওলানা মতিনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান যে তার সংগঠনভুক্ত শ্রমিকরা এই ধর্মঘটের সঙ্গে জড়িত নয়।

তিনি দাবী করেন যে শতকরা ৯০টি বাঁধাই কারখানায় কমবেশি কাজ চলছে।

মওলানা মতিন অভিযোগ করেন যে তথাকথিত এই ধর্মঘটের পেছনে কিছু বড়ো বড়ো প্রকাশকের হাত রয়েছে। বোর্ডের বই ছাড়াও তারা নিজেরা নোট বই, টেস্ট পেপার ও সিওর সাকসেস জাতীয় বিভিন্ন বই ছাপেন। এসব বই আগে বাজারে বের করে ফায়দা নেয়া ও বোর্ডের বইয়ের ব্যাপারে শূন্যতা সৃষ্টি করে নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থ হাসিলের জন্যই তথাকথিত এই ধর্মঘটকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

এদের পরোক্ষ উসকানিতে অন্য একটি শ্রমিক সংগঠনের নামে কিছু লোক বিভিন্ন বাইন্ডিং কারখানায় হামলা চালাচ্ছে বলে জনাব মতিন উল্লেখ করেন। এ ব্যাপারে তিনি দুটি বাইন্ডিং কারখানায় গত ৭ই জানুয়ারী হামলা ও মালিকদের থানায় এজাহার দানের কথা উল্লেখ করেন।

টেক্সট বুক বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ হলে তিনি জানান যে সমস্যাটির গভীরতা যাচাইয়ের জন্য তাদের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা আজ বাঁধাই কারখানাগুলো দেখতে যাবেন এবং পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সঙ্গে আলাপ করবেন।

তিনি এই ধর্মঘটকে অনভিপ্রেত হিসেবে উল্লেখ করে বলেন যে গত বছরও জানুয়ারীতে বই বেরোনোর সময় এমনটি ঘটেছে। বোর্ডের এ ব্যাপারে কিছু করণীয় নেই। অথচ বই প্রকাশে বিলম্বের দায়ভাগ বহন করতে হচ্ছে বোর্ডকে—এটাই দুঃখজনক।

চেয়ারম্যান অবশ্য আশা প্রকাশ করেছেন যে সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই বই বাজারে যাবে। তার জন্য তারা প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন।

একজন অভিভাবকের সঙ্গে এ সম্পর্কে আলাপ হলে তিনি ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন কার দোষে বই দেরীতে বেরোচ্ছে সেট জানা বড়ো কথা নয়। একজন অভিভাবকের জন্যে বড়ো কথা হচ্ছে—অন্যের দোষে তার ছেলেমেয়ের একটি শিক্ষাবর্ষের তিন মাস বই ছাড়াই কেটে যাচ্ছে। এর ক্ষতিপূরণ দেবে কে?